দৈনিক
আমাদের সময়

23 APR 2016

শ্রেণিকক্ষের অভাবে গ্রীষ্মের দাবদাহে বারান্দায় ক্লাস

নিজস্ব প্রতিবেদক, বগুড়া ●

সদর উপজেলার টেংরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন না থাকায় এই গরমের মধ্যে বারান্দায় বসে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। শতাধিক বছরের পুরনো এ বিদ্যালয় ভবনের দেয়াল ধসে গেছে, টিনের চালা দিয়েও পানি পড়ে। ঠিক কবে বিদ্যালয় ভবনটি সংস্কার হয়েছে, কেউ মনে করতে পারেন না। এ অবস্থায় প্রায় আড়াই বছর ধরে শ্রেণিকক্ষের বারান্দায় চলছে পাঠদান।

টেংরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রফিউল ইসলাম জানান, বারান্দায় পাঠদান করানোয় শিশুদের পড়ায় মন বসে না। বাইরে উঁকি-ঝুঁকি মারে। বৃষ্টি ও ধুলাবালিতে শিশুদের জামাকাপড় নষ্ট হয়ে যায়। ১৮৯৬ সালে টিনের ছাউনি ও ইটের দেয়ালঘেরা পাঁচ কক্ষবিশিষ্ট এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ে বর্তমানে চারজন শিক্ষক ও ১২১ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। ২০১৩ সালে প্রথমে ভবনের একটি কক্ষের পেছনের দেয়াল ধসে যায়। সময়মতো মেরামত না করায় পরে তিনটি শ্রেণিকক্ষের পেছনের দেয়াল এবং কক্ষগুলোকে আলাদা করা দেয়ালগুলো ধসে যায়। ভবনের বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা দেয়। চালার টিন নষ্ট হয়ে ভবনের কোনো শ্রেণিকক্ষে বসার অবস্থা নেই। শুধু একটি কক্ষ শিক্ষকদের অফিস হিসেবে রেখে বারান্দায় পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। সদর উপজেলা প্রকৌশলী অমৃতলাল মোহন্ত, জানান, ভবনটি নতুন করে নির্মাণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরের মধ্যেই বিদ্যালয়টি সংস্কার করা হবে।